Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ অক্টোবর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৫ অক্টোবর, ২০২০, সোমবার, ১৮ আশ্বিন, ১৪২৭

হাথরস ও বলরামপুরে ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ অক্টোবর, বর্ধমান : উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকারের সময়ে সবথেকে বেশি 'ধর্ষণ' সারা দেশের মধ্যে। হাথরসে এবং বলরামপুরে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরে দেয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। দলিত এবং মুসলিম মহিলাদের ওপর ধর্ষণ হলে যোগী সরকার অভিযুক্তদের পক্ষ নিয়ে পুলিশ প্রমাণ লোপাট এবং নির্যাতিতা পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে লেলিয়ে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সারা দেশ গর্জে ওঠে। আমাদের রাজ্যেও বিক্ষোভ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। জেলাতে প্রতিটি ব্লকে ছাত্র-যুব-মহিলা, গণসংগঠনগুলি ৩ অক্টোবর রাস্তায় নামে। এদিন কার্জনগেটে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্ব ও কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

কালনা শহর ও সেনেরডাঙায় পথে নামলো যুব ও মহিলারা। পাশাপাশি এদিন কলকাতায় কংগ্রেস-বাম যুবদের যৌথ প্রতিবাদ মিছিলের উপর পুলিশি আক্রমণ ও রাজ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণের ঘটনারও প্রতিবাদ জানানো হয়। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ও ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এদিন সুরসাথি মোরে অবস্থান-বিক্ষোভ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কুশপুতুল দাহ করা হয়।

—এরপর চারের পাতায়

কৃষি বিলের প্রতিবাদে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কালনা, ৩০ সেপ্টেম্বর : সিপিআই(এম)-এর কালনা ১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কৃষি বিলের প্রতিবাদে সভা হয়। বুধবার কৃষ্ণদেবপুরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদসভায় বক্তব্য রাখেন—গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুকুল শিকদার, মানস রায়, প্রবীর ভৌমিক প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন করুণা বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন—বিপুল মণ্ডল, স্মৃতিকণা রায়, সুভাষ সরকার প্রমুখ। বক্তারা বলেন—কৃষি বিলে বলা হয়েছে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, গম, ভোজ্য তেল ইত্যাদি আর আবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং হোর্ডিং বা মজুতদারির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা আর থাকবে না। মজুতদারদের পোয়াবারো করে দেওয়ায় পণমূল্য স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাবে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের অন্যতম কারণ ছিল এই রকম মজুতদারি। ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় বহু মানুষ মারা গিয়েছিলেন। বিলটিতে চুক্তিভিত্তিক চাষের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে কর্পোরেট সংস্থা অগ্রিম চুক্তির মাধ্যমে কৃষককে দিয়ে চাষ করাতে পারবেন। দরদাম চাষের আগেই চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে যাবে। এদেশে কৃষক শোষণের নৃশংসতম নজির কিন্তু রেখে গিয়েছে নীলকররা। নীলচাষও এরকমই চুক্তিভিত্তিক ছিল। দরদাম চাষের আগেই ঠিক হয়ে যেত। তারপর যে কী হতো সে 'নীলদর্পণ' যারা পড়েছেন তারা জানেন। তাই নয়া কৃষক বিলের মধ্য দিয়ে এদেশে আরার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে তা নিশ্চিত। তাই দুর্ভিক্ষ আর নীলকর সাহেবদের পুনঃ আগমন আমরা মেনে নিতে পারি না। এর বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত মানুষকে সংগঠিত হয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অশোক ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী ও শৈবাল গুপ্তভায়া-র স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৪ অক্টোবর : বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ ইউনিয়নের উদ্যোগে কর্মচারী ভবনে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের পুরোধা প্রয়াত চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নের পুরোধা প্রয়াত শৈবাল গুপ্তভায়া-র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় আন্দোলন এবং সমবায় ব্যাঙ্কের আন্দালনে তিনজনের অবদান অনস্বীকার্য। করোনাকালে চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী ১১ মার্চ, ২৯ মার্চ অশোক ব্যানার্জী এবং ২৯ মার্চ শৈবাল গুপ্তভায়া প্রয়াত হন। তিনজনের শোকপ্রস্তাব আলাদা আলাদা পাঠ করা হয়। শোকপ্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জয়দেব দাশগুপ্ত,

—এরপর চারের পাতায়

বর্ধমান হাসপাতালে আবার দাদাগিরি রক্ষীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো, এই প্রবাদের ফল মিললো হাতেনাতে। বর্ধমান হাসপাতালে রক্ষীদের হাতে মারধরে আহত হওয়ার অভিযোগ করলেন রোগীর আত্মীয়। ১ অক্টোবর রাধারানি ওয়ার্ডের সামনে এমনই ঘটনার অভিযোগে অভিযুক্ত রক্ষীকে সাত দিনের জন্য সাসপেন্ড করেন হাসপাতাল কতৃপক্ষ। রক্ষীদের এই আচরণে বারেবারে অশান্তি হয়েছে হাসপাতালে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর একই অভিযোগ ওঠে রক্ষীদের বিরুদ্ধে। রক্ষীদের লাঠির আঘাতে মাথা ফাটার অভিযোগ করেন বুদবুদের বাসিন্দা শেখ কওসের আলি। হায়দারের অভিযোগে জানা যায় রাধারানি ওয়ার্ডে ৩০ সেপ্টেম্বর ভর্তি হন ভাতারের জিয়ারুল সেখ। তাঁর ব্রেনস্ট্রোক হয়ে অবস্থার অবনতি হয়। জামাইকে দেখতে আসেন শেখ হায়দার। অবস্থা খারাপ থাকায় নিরুপায় হয়ে রক্ষীকে একটু বেশি সময় থাকার অনুরোধ করেন। অনুরোধ রাখা তো দুরঅস্ত, গলা চেপে ধরে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে আসে কতর্ব্যরত রক্ষী। বাইরে এনে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায়। তাতে হাতের আঙুল, পায়ে চোট লাগে। পঞ্চাশ বছরের হায়দার সাময়িক জ্ঞান হারান। ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে অন্য রোগিদের আত্মীয়রা প্রতিবাদ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ নিজের পরিচিত মানুষদের ঢুকতে বাধা নেই। বেশিক্ষণ থাকতেও বাধা নেই, চোখের সামনে বয়স্ক মানুষটাকে মারতে দেখে সকলেই রক্ষীর শাস্তি দাবি করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে পুলিশ ক্যাম্পের কর্মীরা ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাসপাতাল সুত্রে জানা যায় দুপক্ষকে মুখোমুখি বসিয়ে অভিযুক্তকে হায়দার সাহেবের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হয়। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে তার জন্য মুচলেকা নেওয়া হয়েছে বলে জানান হাসপাতালের সুপার প্রবীর সেনগুপ্ত। ভবিষ্যতে একই ঘটনা ঘটলে বরখাস্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন।

স্বপন ঘোষচৌধুরীর জীবনাসান

বর্ধমান, ২৯ সেপ্টেম্বর : চলে গেলেন বর্ধমানের অন্যতম ছোটগল্পকার ও সাহিত্যিক সাংবাদিক স্বপন ঘোষচৌধুরী (৭২)। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে এই শহরের সাহিত্যচর্চায় এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছোট গল্পকার ছিলেন। আজ সকাল ৬.৩০ মিনিটে বর্ধমানের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, তিন কন্যা ও জামাতাদের। ২০১৯-এর

—এরপর চারের পাতায়

মেমারি পুরসভায় সিপিআই(এম)-এর অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩০ সেপ্টেম্বর : মেমারি ১ সিপিআই(এম) পশ্চিম এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ দফা দাবি নিয়ে আজ মেমারি পৌরসভা অভিযান করা হয়। মেমারি বামুনপাড়া মোড় থেকে সিপিআই(এম) সমর্থকদের একটি বিশাল মিছিল মেমারি পৌরসভায় এসে মেমারি শহরের নাগরিকদের পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, পীযুষ বিশ্বাস প্রমুখ।

সিপিআইএম মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক সনৎ ব্যানার্জী জানান, এক ভয়ঙ্কর বিপর্যস্ত অবস্থায় আছেন মেমারি পৌরসভার নাগরিকবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর সম্পূর্ণ হলেও তার টাকা সুবিধাভোগীরা পৌরসভা থেকে পাচ্ছেন না। বিভিন্ন

—এরপর চারের পাতায়

অনলাইন পরীক্ষায় স্নাতক হওয়ার স্বপ্ন শেষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ অক্টোবর, বর্ধমান : নুন আনতে পান্থা ফুরানো সংসারে স্নাতক হওয়া অধরাই থেকে গেল সুমিত্রা সোরেনের। শুধুমাত্র স্মার্ট ফোন না থাকার কারণে পরীক্ষায় বসতে পারলো না খণ্ডঘোষের রুপসা গ্রামের দলিত পরিবারের ও সমাজের আলোকবর্তিকা সুমিত্রা। ক্ষেতমজুরি করে পড়াশোনার খরচ যোগার করে বিনা টিউশানিতে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের হার্ডল পার হয়। বাবা মারা যান ছোটো বয়সেই। দিদি বিবাহ সুত্রে বাইরে। মা, আর মেয়ে দু'জনেই দিনমজুর।

উচ্চমাধ্যমিকে ৬০শতাংশ নাম্বার পেয়ে বর্ধমান উইমেন্স কলেজে ভর্তি হয়। মা'র নিষেধ অগ্রাহ্য করে স্নাতক হয়ে শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন তাড়া করে আজও। ১ অক্টোবর ছিলো স্নাতকে শেষ সেমিস্টারের প্রথম দিন। পরীক্ষার দিনটা বন্ধুদের কাছে জানতে পেরে ঐদিনই তিল তিল করে খেটে জমানো ১০,০০০ টাকায় স্মার্ট ফোন কেনে। না খাওয়া দাওয়া করে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পরীক্ষার হলে ঢোকার অনুমতি পেলো না সুমিত্রা।

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২০

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

লিখেছেন : ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, মদন ঘোষ, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, সেখ সাইদুল হক, বিভাস সাহা, হরিহর ভট্টাচার্য, অঞ্জন বেরা, রথীন রায়, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, সলিল আচার্য প্রমুখ। রয়েছে গল্প, কবিতার বিশাল সম্ভার।

মূল্য : ৫০ টাকা

পাওয়া যাবে : পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি.সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান ও ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-এর কলকাতা, বর্ধমান ও দুর্গাপুর বিপণিতে।

নতুন চিঠি

৫ অক্টোবর, ২০২০

সাংবিধানিক গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রাম চলবেই

নোট বাতিল, জিএসটি-র মতো গগনভেদী বাগাড়ম্বরের কর্মসূচিগুলি আর কতদূর নিয়ে যেতে পারে? অর্থনীতি সঙ্কুচিত হয়েছে ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমেছে। সহজ কথায় মোট জাতীয় আয় আগে ১০০ টাকা হলে এখন তা কমে হয়েছে ৭৬ টাকা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পতন দেশের ইতিহাসে নজীরবিহীন। আপনি আমি বলবো, করোনার ধাক্কা! হ্যাঁ, করোনার ধাক্কা নিশ্চয়ই। কিন্তু অর্থনীতির অবনমন শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। মোদীজির শাসনকালে অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ৬/৭ শতাংশ থেকে কমে ৩/৪ শতাংশে নেমেছিল আগেই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা না এলেও তাঁর হাত ধরে বৃদ্ধির হার কমে কমে শূন্যের কাছাকাছি পৌছে যেত। কারণ করোনার আগেই দেশে বেকারির হার বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সেরা হয়েছে। একমাত্র কৃষি ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্র, বিশেষ করে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে হার কমেছে বিপজ্জনকভাবে। বহু শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা, প্রথমত ছোট ও মাঝারি স্তরের, একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এই সব শিল্পে লক্ষ লক্ষ কর্মী কাজ হারিয়েছেন। সংখ্যাটা প্রায় ১৪ কোটি। যারা এখনও টিকে আছে, তাদেরও মজুরি কমে গেছে। সার্বিকভাবে মানুষের আয় কমে যাওয়ায় বাজারে চাহিদা কমেছিল করোনা পর্বের অনেক আগেই। করোনা মরার ওপর খাঁড়ার ঘা বসিয়েছে।

অর্থনীতির সঙ্কোচন মানে সাধারণভাবে মানুষের আয় কমে যাওয়া, মানুষের আয়ের সঙ্কোচন। মানুষের আয় শুধু কমেনি, বহু ক্ষেত্রে মানুষের আয় শূন্যতে পৌঁছে গেছে। উল্টোদিকে কর্পোরেট, শিল্পপতিদের আয় কমেনি, বরং প্রধানমন্ত্রীর প্রাণের দোসর আম্বানি, আদানিদের সম্পত্তি এবং প্রতিপত্তি বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণে। মোদী সরকারের নীতির খেলায় শুধুমাত্র মুকেশ আম্বানির সম্পদ বেড়েছে ৭৩ শতাংশ। দেশের আর ৮২৮ জন অতি ধনীর মোট সম্পদ ২০ শতাংশ (১০ লক্ষ কোটি টাকা) বেড়ে হয়েছে ৬০ লক্ষ কোটি টাকা। ভাবা যায়!

আম্বানিদের মোট ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ৬.৬ লক্ষ কোটি টাকা। আর প্রধানমন্ত্রীর এই নীতির খেলায় তামাম ভারতবাসীর সম্পদ কমে গেছে ২৪ শতাংশ। মুকেশ আম্বানি এখন এশিয়ার মধ্যে ধনীতম ব্যক্তি, সারা বিশ্বের ধনীদের তালিকায় তার নাম চার নম্বরে উঠেছে। করোনাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিখুঁত ভাবে কর্পোরেট ও ধনীদের সম্পদ বাড়িয়ে চলেছেন মোদীজি। ২০১৪ থেকে শুরু হয়েছে এই পথ চলা। প্রশ্ন, আর কত দিন?

নিগড় ভাঙছে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে। মোদী সরকারের ঔদ্ধত্য, জনগণের জীবন-জীবিকার ওপরে বুলডোজার চালানোর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছেন মানুষ। কৃষক-স্বার্থ বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ নতুন মাত্রা পেয়েছে, ২৬ নভেম্বর দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। তরঙ্গশীর্ষে রাজধানী দিল্লি। দেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রাম চলবেই।

শিক্ষাবিল বাতিলের দাবিতে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কালনা, ২ অক্টোবর : নয়া শিক্ষাবিল বাতিলের দাবিতে শুক্রবার সভা অনুষ্ঠিত হয় মধুপুরে। কালনা-১ ব্লক এলাকার এবিপিটিএ, এবিটিএ, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি গণসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক নেতা রাধেশ্যাম দাস। সভায় বক্তব্য রাখেন— প্রবীর ভৌমিক, অভিজিৎ ব্যানার্জী, সুজয় প্রসাদ সাহা, হালিম সেখ প্রমুখ। বক্তারা বলেন—বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের গণতন্ত্র, সংবিধানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তারা শিক্ষাকে গৈরিকীরণ করতে নানারকম নীতি রূপায়ণ করছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সব জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে। দেশজুড়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত নিয়ে বিভেদের রাজনীতি করছে। দেশের করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসও একই নীতি নিয়ে সরকার পরিচালনা করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য চলছে। প্রধান শিক্ষকের অভাবে জেলার বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠন সহ প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে তীব্র সংগ্রাম গরে তুলতে হবে ছাত্র-যুব শিক্ষকদের।

ডিওয়াইএফআইয়ের ক্রীড়া সরঞ্জাম বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কালনা, ৩ অক্টোবর : অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ ক্রীড়া মনন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শনিবার ক্রীড়া সরঞ্জাম বিলি করে যুবরা। ডিওয়াইএফআইয়ের কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এদিন আনুখাল ফুটবল ক্লাবকে গোলপোস্ট ও ফুটবল প্রদান করা হয়। এই সরঞ্জাম হাতে পেয়ে প্রাপক ক্লাবের কর্মকর্তারা যুবদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন—যুব কর্মীদের একটা ক্রিয়েটিভ মন আছে। আর তা থেকেই এই পচাগলা সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে তারা ভালো কাজে উৎসাহ দিতে পারে। সরঞ্জাম প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন—যুবনেতা পীযূষ চ্যাটার্জী, বাণ্টি ভট্টাচার্য্য, নারায়ণ ধারা, অচল অহেরী প্রমুখ।

সমবায় দিশারী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজীব চট্টোপাধ্যায়

রাজ্য ও অবিভক্ত বর্ধমান জেলার গণতান্ত্রিক ও সমবায় আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১১ মার্চ ২০২০ ৬.৩০ মিনিটে ৭২ বছর বয়সে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাঁপাড় গ্রামে তাঁর নিজ বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। স্কুলের পাঠ শেষ করে গুসকরা কলেজে স্নাতক হবার জন্য ভর্তি হবার পর বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯৬৮ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা কলেজে বামপন্থী ছাত্র সংসদের সম্পাদক হওয়া থেকে শুরু করে আমৃত্যু বামপন্থী আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। ১৯৭২ সালে তৎকালীন শাসকদলের গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৭২-এর শেষদিকে গ্রামীণ এলাকা থেকে অত্যাচারিত হয়ে বর্ধমান শহরের শ্যামলালের একটি বেসরকারি সংস্থায় কিছুদিন কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থার পর তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বামপন্থী আন্দোলন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, কৃষক ও সমবায় আন্দোলনের বিকাশে অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯৭৮ সালে বর্ধমান পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি-সংস্কার কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন।

অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় সমবায় ব্যবস্থা বিকাশের আন্দোলনে নিজের কর্মদক্ষতায় ১৯৮৫ সালে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রথম বামপন্থী পরিচালকমণ্ডলীতে অন্যতম ডাইরেক্টর হিসাবে সমবায় ব্যাঙ্কের কাজে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৯১ সালে পরিচালকমণ্ডলীতে সহসভাপতি, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বর্ধমান কেন্দ্রীয়

সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সাথে যুক্ত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পাশাপাশি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, তন্তুবায় সমিতি, কর্মচারী ঋণদান সমিতি, ইঞ্জিনিয়ার সমবায় সমিতিগুলির অগ্রগতির ক্ষেত্রে এবং ব্যাঙ্কের নতুন নতুন কর্মীনিয়োগ সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অসুস্থ শরীর নিয়ে, শরীরের নানা প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে জেলার সমবায়ের অগ্রগতির জন্য ও বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অগ্রগতির জন্য লড়াই করে গেছেন। গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সমবায় ব্যাঙ্কের শাখা খুলেছেন এবং বর্গাদার, পাট্টাদাররাও যাতে সহজে কৃষিঋণ পায় এবং সমবায় সমিতি থেকে চাষ করার জন্য সার, বীজ ও কীটনাশক পান তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।

বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ ইউনিয়নের বিকাশেও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৯৬ সালে সংগঠন তৈরি হওয়ার সময় থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ সংগঠন পেয়েছে এবং সংগঠন বেড়ে উঠেছে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সাথে যুক্ত থাকলেও কর্মীদের সুখে দুঃখে পাশে থাকার এবং তাদের সকলকে আপন করে নেওয়ার মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে প্রশাসক থেকে কর্মচারীদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেতন কাঠামো চালু সহ রাজ্যের প্রথম ব্যাঙ্ক হিসাবে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে কোর ব্যাঙ্কিং ও এটিএম পরিষেবা চালুর মাধ্যমে প্রশাসক হিসাবে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

যদিও ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর শাসক দলের পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু লড়াকু, মানসিকভাবে দৃঢ় সমবায়ী এবং গণ আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা কমরেড চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃঢ়তাকে দমন করতে পারেনি।

আমরা হারিয়েছি গণ-আন্দোলন ও সমবায় আন্দোলনের এক বিরলতম নেতাকে, সমবায়ের অভিভাবক এবং আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ চিত্ত জ্যেঠুকে। তাঁর সমবায়ের প্রতি নিষ্ঠা, সততা এবং সংগ্রামের ইতিহাস আগামীর লড়াইয়ে পথ দেখাবে ও সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

নক্কারজনক হাথরস কাণ্ড ও দিদির দ্বিচারিতা

কিশোর মাকর

উত্তরপ্রদেশে হাথরস, বলরামপুর সহ বিভিন্ন স্থানে যেভাবে দলিত মহিলাদের গণধর্ষণ করে পৈশাচিক খুন বাড়ছে, তাতে শাসক দল না চাইলে একাজ বেড়ে চলে না তা পরিষ্কার। আর এই নিয়ে চলছে রাজনৈতিক দলগুলোর চাপান-উতর। এই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমো। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতিদিন ৮ জন দলিত নারী ধর্ষিত হন। এন.সি.আর.বি রিপোর্ট অনুযায়ী দলিত নির্যাতনে সারা দেশের মধ্যে প্রথম ইউ.পি, যদিও সব দলিত থানা পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাহলে সংখ্যাটা আরও বাড়তো। দেশের রেকর্ড অনুযায়ী ২৫.৬ শতাংশ দলিত নির্যাতন উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিম বাংলাতে দিদির দৌলতে এন.সি.আর.বি-তে ২০১৯-২০ কোনো রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়নি। তথ্য চেপে যাওয়ার এই প্রবণতা রাজ্যের মানুষের ক্ষেত্রে অশনি সংকেত।

তা সত্ত্বেও জোর গলায় একটা কথা বলা যায়, উত্তরপ্রদেশে শাসক দল যতই উদগ্র আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করুক না কেন, সেই রাজ্যে বিদ্বজ্জনদের ভূমিকা এবং প্রতিবাদী মুখ আশান্বিত করে। মানুষের চাপে নির্যাতিতা নির্ভয়াকাণ্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসি হয়েছে। হাথরস কাণ্ডেও চাপে পড়ে সি.বি.আই তদন্ত এবং তিন পুলিশ অফিসার সাসপেণ্ড হয়েছেন। এমনকি নির্ভয়া কাণ্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসিতে লটকেছেন যে মহিলা উকিল সীমা সমৃদ্ধি কুশওয়াহা তিনি হাথরস কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবারের হয়ে কেস লড়বেন বলে জানিয়েছেন। সরকারের সাফাই ধর্ষণ হয়নি। তাহলে কিসের ভিত্তিতে রাম, লবকুশ, রবি এবং সন্দীপ ঠাকুর নামে উচ্চবর্ণের চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়? প্রশ্ন অনেক। গত দুদিন ২৫টি ধর্ষণ অথবা গণধর্ষণ ঘটেছে।

এবার আসি ঘোলাজলে মাছ ধরা দিদির কেরামতি নিয়ে। যে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই পার্কস্ট্রিট, কামদুনি,

হাওড়া, রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি, কাটোয়া ও মধ্যমগ্রাম সহ একাধিক জায়গায় যা গুনে শেষ করা যাবে না ধর্ষণের এখনও বিচার শেষ হয়নি। তিনি কী করে হাথরস ধর্ষণকাণ্ডে রাস্তায় নামেন। আবার তাঁর পুলিশ দিদি ছাড়া আর কোনো দল রাস্তায় নামতে পারবেন না তাও বুঝিয়ে দিয়েছে। যেমনটি হয়েছে করোনাকালে। এখানে বিদ্বজ্জন, প্রতিবাদী মুখ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন আছে। যাও দু-একবার প্রতিবাদ হয়েছে, দিদির পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করে প্রতিবাদীকে জেলের ঘানি টানিয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শ দুই রাজ্যেই তুচ্ছ। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়ে যোগীকে যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে অর্থাৎ পিছু হটেছেন, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপর সেই চাপ পরিলক্ষিত হয় না। সারা দেশের মানুষ রাজনীতি নির্বিশেষে এই জঘন্য কাজকে ঘৃণা করবে। প্রশ্ন উঠছে এই রাজ্যে যে বিদ্বজ্জন, কলাকুশলীরা এতদিন যে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা রেখে গেছেন তা কি এক লহমায় অপ্রকট হয়ে যাবে? কামদুনিকাণ্ডের আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সেই শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে, টুম্পা, মৌসুমীকে দিদি মাওবাদী তকমা দিয়েছেন, পার্কস্ট্রিটকাণ্ডে সত্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশ অফিসার দময়ন্তী সেনকে সরিয়ে দিয়েছেন। মধ্যমগ্রামে নির্যাতিতার মৃতদেহ যোগী রাজ্যের পুলিশের কায়দায় পরিবারকে দিতে চায়নি। লোপাট করতে চেয়েছিল। শেষে বামপন্থী আন্দোলনের চাপে মৃতদেহ দিতে বাধ্য হয়। ৩ অক্টোবর কোলকাতায় বাম-কংগ্রেসের যৌথ জনপ্লাবন আটকে দেয় পুলিশ। অথচ একই ইস্যুতে দিদি মিছিল করেন নির্বিঘ্নে।

যোগী ও দিদি দুই রাজ্যের একই মিল। তফাৎ একটাই—দিদি দলে সুপ্রিমো আর যোগী যতই সাধুবেশে থাকুন না কেন তাঁর দলে ঘরে-বাইরে উত্তাপ। রেজিমেন্টেড দলে কেউ সুপ্রিমো হয় না। চাপে পড়েই যোগীকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরতে হলো। দিদিরও নিজের পিঠ বাঁচাতে নিজের অপকর্ম ঘুরিয়ে দিতে আগামী নির্বাচনে ফসল ঘরে তুলতে এই প্রচেষ্টা। বামফ্রন্ট শাসনকালেও এই অপকর্ম এবং নাটকের কথা সবার জানা। সিঙ্গুরে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুন তাপসী মালিকের হত্যাকারী কে তা সিবিআই রিপোর্টে আজও প্রকাশ হয়নি। এখন তো তাপসী মালিকের বাবার ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বামফ্রন্ট আমলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চম্পলা সর্দারের ধর্ষণের মিথ্যা গল্প সবার জানা।

আদিবাসী শরীর, মনের আনাচে কানাচে

অশ্বিনী কুমার

সরকারিভাবে ভারতের সংবিধানে আদিবাসীরা স্বীকৃত হয় ৩৪২ ও ৩৬৬ ধারার মাধ্যমে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভেদে আদিবাসীদের সংজ্ঞা ভিন্ন। অর্থাৎ একটি রাজ্যে ঘোষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী অন্য রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আদিবাসী হিসাবে গণ্য না হতেও পারেন। এইসব নানা আইনি হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে দশকোটির কিছু বেশি মানুষ আদিবাসী হিসাবে গণ্য হন। আমাদের দেশের জনসংখ্যায় প্রায় আট থেকে

নয় শতাংশ মানুষ আদিবাসী। আদিবাসীরা এদেশে প্রায় সাতশোরও বেশি নানা গোষ্ঠীতে বিভাজিত। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে আজও আদিবাসীরা প্রান্তিক। ফলে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসী জনসমাজ আজও অবহেলার শিকার।

ভারতের আঠারোটি রাজ্য, যার মধ্যে আটটি রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পড়ে, মূলত আদিবাসীদের ঠিকানা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় শতকরা নব্বই জনই গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। সংখ্যার হিসাবে মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা অন্য রাজ্যের চেয়ে বেশি, প্রায় দেড় কোটি। মহারাষ্ট্রে বাস করেন প্রায় এক কোটি আদিবাসী। রাজস্থান ও ওড়িশায় প্রায় নব্বই লক্ষ আদিবাসীর বাস প্রতি রাজ্যে। তবে জনঘনত্বের বিচারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আদিবাসীদের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, পাহাড় ও জঙ্গলে বেশিরভাগ আদিবাসী বাস করেন এইসব রাজ্যে। জনগণনার নিরিখে ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রতি হাজার পুরুষে আদিবাসী নারীর সংখ্যা নয়শত নব্বই। জাতীয় হারের চেয়ে এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজ এগিয়ে, জাতীয় হার প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা নয়শত তেতাল্লিশ। ২০১১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে সাক্ষরতার হার আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় উনষাট শতাংশ। আদিবাসীদের গড় আয়ু প্রায় চৌষট্টি বছর, জাতীয় গড় আয়ু যেখানে সাতষট্টি বছর। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজ সাধারণ জাতীয় গড় আয়ুর চেয়ে পিছিয়ে।

আদিবাসী সমাজে অপুষ্টি লক্ষণীয়ভাবে বেশি। এছাড়া ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ এইসব রোগের হার আদিবাসীদের মধ্যে বেশি। অতি দ্রুত নগরায়ণের প্রভাব আদিবাসীদের জনস্বাস্থ্যেও পড়তে শুরু করেছে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের মতো রোগ আদিবাসীদের মধ্যে বাড়তে শুরু করেছে। এর পাশাপাশি মানসিক রোগ, নেশার প্রভাব আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

বিভিন্ন রোগের মধ্যে যক্ষ্মার সংক্রমণ আদিবাসীদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি। প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় আদিবাসীদের মধ্যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন প্রায় সাতশোরও বেশি মানুষ। এই রোগের ক্ষেত্রে জাতীয় হার যেখানে এক লক্ষ জনপ্রতি আড়াইশোর কিছু বেশি। রোগের প্রাদুর্ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলির জন্য যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কুষ্ঠরোগ নির্মূলের লক্ষে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ চলছে সারা দেশে। শতাংশের হিসাবে ২০১৬-১৭ বর্ষে 'সিডিউলড ট্রাইব' ও 'সিডিউলড কাস্ট'দের মধ্যে কুষ্ঠরোগের হার উদ্বেগজনক। উভয় ক্ষেত্রেই নতুন রোগীদের মধ্যে প্রায় শতকরা উনিশ জন করে এই দুই আদিবাসী বিভাগের অন্তর্গত।

আদিবাসীরা যদিও দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় আট থেকে নয় শতাংশের মধ্যে পড়ে, ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় শতকরা তিরিশজন আদিবাসী। ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় শতকরা ষাট জনই আদিবাসী। ম্যালেরিয়ার মৃত্যুহারে শতকরা পঞ্চাশ জনই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ।

অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও উচ্চ-রক্তচাপজনিত রোগে আক্রান্ত প্রতি চারজন পরিণত বয়স্ক আদিবাসীদের মধ্যে একজন। অথচ এই উচ্চ-রক্তচাপজনিত রোগ সম্পর্কে প্রতি তিনজন আদিবাসীর মধ্যে দুজন কিছুই জানেন না।

মধ্যভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতা, ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে 'সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া' বলে, এর প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই অঞ্চলে প্রায় ছিয়াশি জন শিশু জন্মালে একজন এই রোগের শিকার হয়। এছাড়া থ্যালাসেমিয়ার প্রাদুর্ভাবও সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে আদিবাসীদের মধ্যে বেশি। চারটি বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী প্রায় চোদ্দটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া'র জিন দেশের অন্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি।

অ-আদিবাসীদের চেয়ে আদিবাসীদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বেশি। ১৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সী আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা বাহাত্তর জন ধূমপায়ী। অন্ন আদিবাসীদের মধ্যে এই হার প্রায় ছাপান্ন শতাংশ।

আদিবাসীদের জীবনমানের উন্নয়ন এক কঠিন কাজ যে-কোনো সরকারের কাছে। জীবনযাপনের চিরাচরিত ধারা, অগম্য বাসের জায়গা, বিভিন্ন কারণে জীবনজীবিকার অনিশ্চিত পরিবর্তন আদিবাসীদের সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে অনেকাংশে। ভারতের মতো দেশে, জাত, ধর্মের বিভাজনের প্রভাব সর্বত্র প্রকট। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে জীবনে চলার প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রচলিত নানা নিয়ম, বিধিনিষেধের নিগড়ে। শিল্পপতিদের যথেচ্ছ শিল্পস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বনবাসী বহু মানুষকে তাদের বহু যুগের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করেছে।

নদীবাঁধ, খনি, এইসব কাজের জন্য বহু আদিবাসী স্থানচ্যুত হয়েছে নিজেদের চিরাচরিত গ্রাম-নির্ভর, বন-নির্ভর জীবনের ঘেরাটোপ থেকে। শহরের জটিল আবর্তে হারিয়ে গিয়েছে এইসব প্রান্তিক মানুষজনদের অনেকে। খাপ খাওয়াতে পারেনি জটিল শহুরে জীবনের পঙ্কিলতার সঙ্গে। মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্য দেওয়ার নৈতিকতা আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়নি বহুক্ষেত্রে। উচ্চবর্ণের মানুষদের অনেকটাই উচ্চপদে আসীন হওয়ার সুবাদে সরকারি নিয়মের ফাঁক ফোকর কাজে লাগিয়ে অনায়াসে ধ্বংস করে চলে আদিবাসী জীবনের সহজ সরল ছন্দ। খাতায় কলমে, আইনের বইয়ে যত অধিকার দেওয়া হোক আদিবাসীদের, যারা হাতে কলমে কাজ করবেন আদিবাসী কল্যাণে, তারা মানবিক মূল্যবোধে সমদৃষ্টির অধিকারী না হলে সব প্রকল্প রূপায়ণ মাঝপথে ভেঙে পড়তে বাধ্য। আজ দেশের সর্বত্র এ ভাঙনের ছবি স্পষ্ট। ন্যূনতম যে কাজটুকু হচ্ছে এখন তাকে আঁকড়ে ধরে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় কি?

তথ্যসূত্র : Textbook of Preventive and Social Medicine 25th Edn.

নোবেল পুরস্কারের নেপথ্যে

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টোবর মাস নোবেল পুরস্কার ঘোষণার মাস। প্রতি বছর এই মাসের প্রথম সপ্তাহে এই ঘোষণা সারা বিশ্বে সংবাদ শিরোনামে থাকে। এই বছরের ঘোষণার দিন ঠিক হয়েছে আগামী ৫, ১২ অক্টোবর ২০২০, যথাক্রমে শারীরবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতিতে। অর্থনীতি বাদে সমস্ত পুরস্কার শুরু হয়েছে ১৯০১ সালে। অর্থনীতির পুরস্কার ১৯৬৮ সাল থেকে বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের স্মরণে সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দিয়ে থাকে। অন্যান্য পুরস্কারের দায় রয়াল সুইডিশ একাডেমি। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক আছেই, সে সাহিত্যেই হোক কিংবা বিজ্ঞানে, শান্তি পুরস্কারে তো আছেই। যেমন ১৯৯০ সালে গর্বাচেভের পুরস্কার প্রাপ্তি বা ২০০৯-এ বারাক ওবামার। আবার কাব্য-উপন্যাস না লিখেও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সাহিত্যে নোবেলপ্রাপ্তি (১৯৫৩) অনেকের কাছে আশ্চর্যের। আমাদের দেশের জগদীশচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হোমি ভাবা, জি.এন. রামচন্দ্রন, ই.সি.জি. সুদর্শন, নরেন্দ্রসিং কাপানি প্রভৃতি বিজ্ঞানীর কাজ জগতজোড়া খ্যাতি আনলেও সুইডিশ নোবেল কমিটির স্বীকৃতি মেলেনি। এমনকি মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নোবেল প্রাপ্তিও নানান বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের পাঁচটি মূল গবেষণাপত্র পদার্থবিজ্ঞানে পাঁচটি নতুন শাখায় বিকাশ ঘটেছিল। তিনি সুইডিশ নোবেল কমিটির স্বীকৃতি পান ১৯২১ সালে। মহাত্মা গান্ধী উগ্রবাদী হিন্দুর গুলিতে প্রাণ হারান ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮। সে বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার স্থগিত থাকে। শোনা যায় সে বছর নোবেল কমিটি মহাত্মা গান্ধীর নাম বিবেচনা করেছিল। মরণোত্তর পুরস্কারের নিয়ম না থাকায়, মনে করা হয়, মহাত্মা গান্ধী সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আসলে কী হয়েছিল জানার উপায় নেই। কারণ মরণোত্তর নোবেল পুরস্কারের উদাহরণ একাধিক। যেমন সুইডিশ কবি এরিক কার্লফেল্ট (Erik Axel Karlfeldt)। জন্ম ২০ জুলাই ১৮৬৪, মৃত্যু ৮ এপ্রিল ১৯৩১। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৩১ সালে। সবাই জানেন নোবেল পুরস্কারের ঘোষণা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। তো, নিজের দেশের কবিকে সম্মান জানাতে দেরি করলে প্রশ্ন উঠবেই। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ড্যাগ হ্যামারসোল্ড (Dag Hammarskjöld)। ইনিও সুইডিশ, শান্তি পুরস্কার পান ১৯৬১ সালে। এই বছরেই ৩০ সেপ্টেম্বর বিমান দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারান। রাল্ফ স্টেইনমান (Ralph Marvin Steinman) শারীরবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ২০১১ সালে। তিনিও ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগেই প্রয়াত হন।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে দুইবার পুরস্কার প্রাপকের নাম বলতে প্রথমেই যে নামটি আমাদের মনে আসে তিনি মাদাম কুরি। ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে ও ১৯১১ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান তিনি। লাইনাস পাউলিং রসায়নে (১৯৫৪) ও শান্তি পুরস্কার (১৯৬২) পান। এ ছাড়াও জন বার্ডিন ১৯৫৬ ও ১৯৭২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে এবং ফ্রেডরিক সাঙ্গার ১৯৫৮ ও ১৯৮০ সালে রসায়নে এই পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় মহিলাদের স্বীকৃতিও মোটেই আশানুরূপ নয়। ১৯০১, ২০১৯ সালের মধ্যে মোট ৯২৩ জন প্রাপকের মধ্যে ৫৪ জন মহিলা এই পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও ২৭টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বছরে এই পুরস্কার পেয়েছে। এরমধ্যে যেমন মহম্মদ ইউনুসের বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক(২০০৬) রয়েছে, তেমনি ইউনাইটেড নেশানস্ বা ইন্টারন্যাশনাল এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের মতো সংস্থাও আছে। মাতা-কন্যা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাদাম কুরি ও আইরিন কুরি (১৯৩৫)। অবশ্য কুরি পরিবারে নোবেল পুরস্কার এক অনন্য নজির গড়েছে। ১৯০৩-এ পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরি দম্পতি, ১৯৩৫- আইরিন ও ফ্রেডরিক-জোলিও কুরি এই পুরস্কার পেয়েছেন। আবার কন্যা ইভ কুরির স্বামী হেনরি ল্যাবজে (Henry Richardson Labouisse) ১৯৬৫ সালে শান্তি পুরস্কার পান। পিতা-পুত্র পুরস্কারপ্রাপ্তির তালিকায় পদার্থবিজ্ঞানে জে.জে. থমসন (১৯০৬) ও জর্জ থমসন (১৯৩৭), উইলিয়াম ব্র্যাগ ও লরেন্স ব্র্যাগ ১৯১৫ সালে, নিলস্ বোর (১৯২২) ও আগা বোর (১৯৭৫), মান সেবান (১৯২৪) ও কাই সেবান (১৯৮১), রসায়নে হান্স ভন অয়লার (১৯২৯) ও শারীরবিজ্ঞানে উলফ্ ভন অয়লার (১৯৭০) এবং আর্থার কর্নবার্গ (১৯৫৯ শারীরবিজ্ঞান) ও রজার কর্নবার্গ (২০০৬ রসায়ন)। দুই ভাই জন টিনবার্জেন ১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে ও নিকোলাস টিনবার্জেন ১৯৭৩ সালে শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। কুরি দম্পতির কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়াও দম্পতি হিসাবে একসাথে শারীরবিজ্ঞানে কার্ল কোরি ও জেটি কোরি ১৯৪৭ সালে, এডোয়ার্ড মোজার ও মে-ব্রিট মোজার ২০১৫ সালে, গুনার মিরদাল (১৯৭৪ অর্থনীতি) ও আলভা মিরদাল (১৯৮২ শান্তি পুরস্কার) এবং অর্থনীতিতে অভিজিৎ ব্যানার্জি ও এসার দুফলো ২০১৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বরিষ্ঠ নোবেল প্রাপক রসায়ন বিজ্ঞানী জনগুডএনাফ ২০১৯ সালে ৯৭ বছর বয়সে এই স্বীকৃতি পেয়েছেন। কনিষ্ঠতম নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন পাকিস্তানের সতেরো বছরের কিশোরী মালালা ইউসুফজাই ২০১৪ সালে, ভারতীয় কৈলাস সত্যার্থীর সাথে যৌথভাবে। কে জানে এখানেও কোন সমীকরণ কাজ করেছিল কি না?

তবে নোবেল পুরস্কার বর্জন করেছেন দুই জগতজোড়া ব্যাক্তিত্ব—সাহিত্যে জাঁ পল সাত্রে (১৯৬৪) ও শান্তি পুরস্কারে ভিয়েতনাম যুদ্ধের নায়ক লি দাক থো (১৯৭৩)। আবার রাষ্ট্রের চাপে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি তিন জার্মান বিজ্ঞানী রিচার্ড কুন (১৯৩৮ রসায়ন), এডলফ বুটেন্ড (১৯৩৯ রসায়ন), জেরাল্ড ডোমাক (১৯৩৯ শারীরবিজ্ঞান) এবং রাশিয়ান সাহিত্যিক বরিস পাস্তারনাক (১৯৫৮)। কারাগারে বন্দী অবস্থায় পুরস্কার পেয়েছেন জার্মান সাংবাদিক কার্ল ভন ওসেসকি (Carl von Ossietzky) ১৯৩৫, মায়ানমারের রাজনৈতিক নেত্রী সান সু কি ১৯৯১ ও চিনের লিউ জিওবো ২০১০ সালে। আমাদের দেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল মেডাল চুরি যায় ২০০৪ সালে। তার আর হদিশ মেলেনি। আবার নোবেল মেডেল বিক্রয় করে সংবাদ শিরোনামে আসেন এক বিজ্ঞানী। ১৯৬২ সালে ডি.এন.এ-র গ্রন্থি আবিষ্কার করে ফ্রান্সিস ক্রিকের সাথে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন। ২০১৪ সালে ৪.১ মিলিয়ন ডলারে এই মেডেল অকশান হয়। পরে অবশ্য রাশিয়ান ধনকুবের এই মেডেল ক্রয় করে বিজ্ঞানীর কাছে ফিরিয়ে দেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে পদার্থবিদ্যায় ছয়বার, রসায়নে আটবার, শারীরবিদ্যায় নয়বার, সাহিত্যে সাতবার ও শান্তি পুরস্কার ঊনিশবার বন্ধ থাকে। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের নোবেল লরিয়েট নামে অভিহিত করা হয়। এই 'লরিয়েট' কথাটি এসেছে 'লরেল রেথ' (laurel wreath) থেকে, যার বাংলা করলে জলপাই পাতার বৃত্তাকার স্তবক বোঝায়। গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর মাথায় চিরসবুজ এই জলপাই পাতার মুকুট শোভিত থাকতো। প্রাচীন গ্রীসে কাব্য, সঙ্গীত বা ক্রীড়াজগতে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে এই 'লরেল রেথ'-এর প্রচলন ছিল। আর কটা দিনের মধ্যেই এবছরের নোবেলজয়ীদের পরিচয় আমরা জানতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ থেকে অভিজিৎ ব্যানার্জীর নোবেল প্রাপ্তি আমাদের গর্বিত করেছে। এই কঠিন দিনের শেষে আবার সেই গর্বের দিন কবে আসবে কে জানে?

পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনো পরিসংখ্যান নেই, বিডিওকে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৮ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। পূর্বস্থলী ২নং বিডিও অফিসে এই এলাকার ছয় হাজার পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনো রেকর্ড নেই—তালিকা দিতে পারেনি বিডিও। চরম আর্থিক সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছে শ্রমিকরা। সম্প্রতি ওয়েস্টবেঙ্গল মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পূর্বস্থলী (সি.আই.টি.ইউ) এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ১২ দফা দাবিতে পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের পাটুলীর বিডিও অফিসে এক ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়। এদিন বিডিও অফিস চত্বরে দয়াল ঘোষের নেতৃত্বে চারজনের এক প্রতিনিধি বিডিও-র কাছে তাদের দাবিপত্র পেশ করেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিডিও চত্বরে পরিযায়ী শ্রমিকদের জমায়েতের আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সিআইটিইউ নেতা সাইদুল ইসলাম মোল্লা। ১২ দফা দাবিপত্র পাঠ করেন সিআইটিইউ নেতা দয়াল ঘোষ। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর, বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা।

জীবনাসান

—প্রথম পাতার পর

শারদোৎসবের পর থেকে টিউমার ধরা পড়ে। ব্যাঙ্গালোরে নিমহ্যান্স হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান। বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। মারণব্যাধি অনেকটাই ছড়িয়ে গিয়েছিল। ফিরে বর্ধমানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর কন্যারা তাঁকে পরম স্নেহে শুশ্রূষার মধ্যে রেখেছিল। কিন্তু পারেনি, তিনি 'দেশ', 'বসুমতী', 'আনন্দবাজার', 'নতুন চিঠি' সহ বর্ধমানের সব কাগজেই লিখেছেন। এক সময় সম্পাদনা করতেন 'তুষার' পত্রিকার। মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বর্ধমানের সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা। দিনেশ ঝা, পার্থ চৌধুরী, সৌম্য ব্যানার্জী, কুশল দে প্রমুখ। বর্ধমান নির্মল ঝিলে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবরা

—প্রথম পাতার পর

মহিলা সমিতির কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সেনেরডাঙাতেও কুশপুতুল দাহ ও অবস্থান-বিক্ষোভ করা হয়। অবস্থান-বিক্ষোভগুলিতে বক্তব্য রাখেন—জনা মুখার্জি, নীল ব্যানার্জি, মিতালী মুখার্জী, সন্ধ্যা রায় প্রমুখ।

২ অক্টোবর পূর্বস্থলীতে পথে নামলো ছাত্ররা। এসএফআই-এর পূর্বস্থলী লোকাল কমিটির উদ্যোগে এদিন বেলেরহাটে অবস্থান-বিক্ষোভ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কুশপুতুল দাহ ও পোস্টারিং করা হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ছাত্রনেতা নয়ন দাস।

৪ অক্টোবর মহিলা সমিতির গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটি উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিদাসাগর প্রেক্ষাগৃহের সামনে থেকে স্কুল মোড় পর্যন্ত মিছিলের নেতৃত্ব দেন অনামিকা মিত্র, আফসোনা বেগম, যুথিকা চৌধুরী প্রমুখ।

—প্রথম পাতার পর

স্নাতক হওয়ার স্বপ্ন শেষ

সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলে দিলো কলেজ কর্তৃপক্ষ, তাদের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়। নিরুপায় হয়ে দারস্থ হয় এস.এফ.আই-এর। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরে পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করতে বললেও নিস্ফলা হয়ে বাড়ি ফিরতে হয় একদিন না খাটলে ভাত না জোটা সোরেনকে।

পড়াশোনা যাদের কাছে বিলাসিতা সেই লড়াকু সুমিত্রার আক্ষেপ ঝরে পড়লো সারাক্ষণ। ''আমার অপরাধ স্মার্ট ফোন না থাকা। করোনা আবহে দীর্ঘদিন কলেজ বন্ধ। ফর্ম ফিলাপের তারিখও জানতে পারিনি।'' ফোন, টিভি, খবরের সঙ্গে থাকা যাদের কাছে বিলাসিতা। সে ঘুণাক্ষরে টের পায়নি ফর্ম ফিলাপের তারিখ। বিশ্ববিদ্যালয় দায় সেরেছে একটি নোটিশ লটকে দিয়ে।

এদিকে পরীক্ষার প্রথম দিনেই পরীক্ষার্থীদের অভিযোগের অন্ত নেই। দুর্বল ইন্টারনেট, স্মার্ট ফোন না থাকা সহ পিডিএফ পদ্ধতিতে অনলাইনে জমা করা নিয়ে সমস্যার শেষ নেই। পানাগড় থেকে মানকর কলেজে খাতা জমা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পরে এক ছাত্রী। কাটোয়ার চন্দ্রপুর কলেজ সূত্রে জানা যায় ৬০ শতাংশ অনলাইনে, বাকিরা কলেজে এসে খাতা জমা দেন। পড়ুয়াদের একাংশের দাবি ই-মেলে খাতা জমা দিলেও জমা পড়ছে কিনা জানতে পারছে না। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আধ ঘন্টার মধ্যে খাতা জমা দিতে বলায় যান-সমস্যা থাকায় ছাত্রদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এস.এফ.আই জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী জানান, ''এই জিনিস ঘটবে বলে ভিসিকে ৯ বার ডেপুটেশন দিয়েছি। ৩৫০০ ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র জমা দিয়েছি। ভিসি কোনো কণর্পাত না করায় ভুক্তভোগী হয়েছেন প্রথম দিনেই অনেক ছাত্রছাত্রী। মূল দাবি ছিলো অনেক গরিব ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল ডিভাইস নেই। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের বিরোধিতা করেছি। মোদির ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রীর গা-ছাড়া মনোভাব গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে। একই সাথে তীব্র নিন্দা করছি পরীক্ষার নিয়ম ভেঙে অনেক কলেজ শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি না মেনে পরীক্ষা নিয়েছে। এর দায়ভাগ নিতে হবে কতৃপক্ষকে।''

দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী,২৯ সেপ্টেম্বর : লকডাউন পরিস্থিতিতে দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহে বিচিত্র অনুষ্ঠান করলেন আদিবাসী লোকশিল্পীরা। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী লোকশিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে আজ রাতে লক্ষ্মীপুর বাজারে অনুষ্ঠান হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষকে করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন—সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সজল রায়, পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক সুশান্ত পণ্ডিত, জেলা কমিটির সদস্য উদয় মাহাতো, বিকাশ বাগ প্রমুখ। এদিন সজল রায় বলেন, আদিবাসী লোকশিল্পীদের লকডাউন পরিস্থিতিতে খুবই কঠিন সময় অতিক্রম করতে হচ্ছে। ঠিকমতো তাদের দুবেলা দ'মুঠো খাবার জুটছে না। এই শিল্পীদের মধ্যে একটা অংশ সরকারি ভাতা পেলেও অধিকাংশ শিল্পী ভাতা থেকে বঞ্চিত। ফলে তাদের আরো কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। তাদের কিছু আর্থিক সাহায্য করতেই আমাদের এই প্রয়াস। পাশাপাশি লক্ষ্য আমাদের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলা।

স্মরণসভা

—প্রথম পাতার পর

বর্ধমান সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জহর মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের জেলা সম্পাদক দুর্যোধন সর, বর্ধমান সমবায় ব্যাঙ্ক স্টাফ ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক রাজীব চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মুখার্জী, মালদা জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি অর্ধেন্দু চক্রবর্তী এবং সভার সভাপতি সুব্রত গুপ্ত। এছাড়া স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের আহ্বায়ক প্রভাস পাল, ১২ জুলাই কমিটির আহ্বায়ক প্রণব আইচ, কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সভাপতি সুজিত নন্দী, চিত্তবাবুর কন্যা লোপামুদ্রা চ্যাটার্জী। বক্তারা সকলেই তিনজনের অবদানের উপর আলোকপাত করেন।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া রয়েছে, অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -*কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

বিকল্প আয়ের উৎস বন্ধ, বিপাকে মহিলা ঢাকিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ অক্টোবর : এলাকায় সেরকম কাজ না থাকায় বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন বেশকিছু শ্রমজীবী মহিলা। সেই বিকল্প আয়ে তাদের সংসার কয়েক বছর ভালোই চলছে। কিন্তু এবছর করোনা আবহে সেই বিকল্প আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সংকটে পড়েছেন তাঁরা। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। মন্তেশ্বরের বাঘাসন গ্রামের শ্রমজীবী মহিলারা এলাকায় সেরকম কাজ না থাকায় গড়ে তুলেছিলেন মহিলা ঢাকির দল। রীতিমতো পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাক বাজিয়ে বাজারে নাম করে নিয়েছিলেন। তার সুবাদে ভিন রাজ্য—গুজরাট মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু কেরলের মত রাজ্যে—ঢাক বাজানোর বায়না পেয়েছিলেন তাঁরা। ভালো রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার করোনা আবহে বিগত পাঁচ মাস কোন ঢাক বাজানোর বায়না হয়নি। অন্যদিকে এই মহিলা ঢাকিরা রাজ্য সরকারের শিল্পীর স্বীকৃতি পাননি। ফলে এই সংকটে সরকারি অনুদান পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ্রামের অন্নপূর্ণা মহিলা ঢাকি, মা কালী মহিলা ঢাকি সহ কয়েকটি দল আছে। তাদের সদস্যসংখ্যাও কম নয়। একজনও শিল্পী হিসেবে সরকারি অনুদান পাননি। রানু দাস, পূজা দাস, পূর্ণিমা দাস, আদুরী দাস, নবানি দাস প্রমুখ মহিলা ঢাকিরা জানান—বায়না না হলেও দক্ষতাকে ধরে রাখার জন্য প্রায় প্রতিদিনই রেওয়াজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু পুজো দোরগোড়ায় এসে গেলেও এখনো বায়না হয়নি একটাও। এই অবস্থায় আমাদের সরকারি সাহায্য একান্তভাবেই জরুরি।

সিপিআই(এম)-এর অভিযান

—প্রথম পাতার পর

ওয়ার্ডে পানীয় জলের সুবিধা সহ পুকুর, নালা সংস্কারের কোন সুবিধা বর্তমান পৌরসভা দিচ্ছে না। ইসিএস প্রকল্পের টাকা শ্রমিকরা পাচ্ছেন না।

তিনি আরও জানান যে, মেমারি নতুন বাসস্ট্যান্ডে নির্মিত আর্বান হাটের ঘর বিলি কীভাবে করা হল তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। আমাদের দাবি সর্বদলীয় কমিটি তৈরি করে পৌরসভার সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে এবং নাগরিক সভা ডাকতে হবে। মেমারি পৌরসভা অভিযানের বিক্ষোভ সভা চলাকালীন পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দল পৌরসভার প্রশাসক স্বপন বিষয়ীকে ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দিলেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রশান্ত কুমার, পিন্টু ভট্টাচার্য, ফারাদ আলি মণ্ডল, চিন্তা কোঙার, কালু রায়।

নতুন চিঠি

পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

আপনাদের প্রিয় 'নতুন চিঠি' তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। দুঃসময়ের মধ্যেও পত্রিকা প্রকাশকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস জারি রেখেছি আমরা। বিজ্ঞাপনবাবদ কোনো আয় নেই অথচ প্রকাশনার খরচ ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আবেদন—যাঁদের গ্রাহক চাঁদা বাকি রয়েছে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পরিশোধ করে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করুন। সাপ্তাহিক 'নতুন চিঠি'-র বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদা ছাড়াও 'নতুন চিঠি'-কে যে-কোনো পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে পারেন পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।

BANK DETAILS

Name of A/c : NATUN CHITHI
A/c No. : 10212634603
STATE BANK OF INDIA
Burdwan University Branch
IFSC Code : SBIN0002033

বহু মানুষ ইতিমধ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

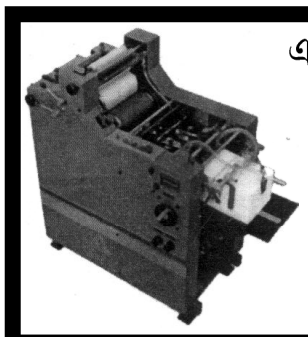

সাধনা প্রেস

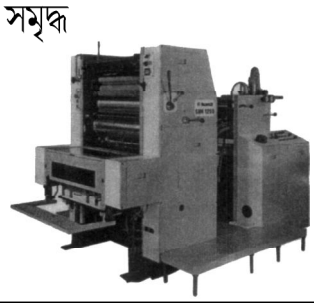

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা